DEHATMIK TATTVA.

A DISCOURSE

ON

MATERIO-SPIRITUALISM

BASED ON

SCIENCE AND RELIGION.

By Dr. Saha.

1891.

দেহাত্মিক-তত্ত্ব।

ডাক্তার সাহা প্রণীত।

প্রথম সংস্করণ।

 [মূল্য ।• আনা মাত্র।

গ্রন্থখানি

প্রিয় বন্ধু

শ্রীযুক্ত হরিপদ ঘোষ

মহোদয়ের করে

উপহার স্বরূপ অর্পণ করিলাম।

গ্রন্থকার।

মুখবন্ধ।

জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সভ্যতার চূড়ান্ত কক্ষাস্বরূপ ঊনবিংশ শতাব্দীতে কোন-রূপ নূতন ভাবের নূতন গ্রন্থ লিখিয়া প্রচার করিতে যাওয়া, বড় সহজ কথা নহে। তবে কাল যেরূপ অনন্ত ও পৃথিবীও যেরূপ বিস্তৃত, তাহাতে গ্রন্থ-কারের রুচির সহিত যদি কোন কোন পাঠকের রুচি মিলিত হয়, তাহা হই-লেই যথেষ্ট। সেই ভাবিয়াই, এই দেহাত্মিক-তত্ত্ব নামক গ্রন্থ প্রচারে হস্ত-ক্ষেপ করিলাম। এই দেহাত্মিক-তত্ত্ব পুরাতন বা নূতন বলিলেও বলা যাইতে

পারে। পুরাতন, যেহেতু ধর্ম্মশাস্ত্রে এইরূপ চিন্তার প্রশ্রয় পূর্ব্ব হইতে পাইয়া আসিতেছে। নূতন, যেহেতু বিজ্ঞান ও অপরাপর ধর্ম্ম গঠনে ঐ চিন্তার একযোগিতার প্রমাণ দিতেছে। সভ্য মানব হৃদয়ে আত্মিক ভাব সময়ে সময়ে এতদূর স্থান প্রাপ্ত হইয়াছে যে, দৈহিকভাব পরিবর্জ্জনে উহা একেবারে প্রস্তুত। আবার দৈহিকভাবও সময়ে সময়ে এত প্রচলিত ছিল বা আছে যে, নিম্নজাতি বা অসভ্য মনুষ্য হৃদয়ে আত্মিক ভাবের অস্পষ্ট জ্যোতিমাত্র দৃশ্য হয়, সে যাহা হউক, উভয় ভাবই যে অভেদ্য বা জড়িত (*Inseparable*) তাহা এই গ্রন্থে দর্শাইবার চেষ্টা করা

হইয়াছে। কতদূর যে কৃতকার্য্য হই-য়াছি তাহা পাঠকবর্গের বিচারাধীন।

এস্থলে, এ কথা বলা বাহুল্য যে, "দেহাত্মিক-তত্ত্ব" যেরূপ জীবন্ত সত্যে পরিপূর্ণ এবং যেরূপ রহস্যের পর রহস্যে জটিলভাবাপন্ন, তাহাতে, মাদৃশ ক্ষুদ্র ব্যক্তির পক্ষে এরূপ গুরুতর বিষয়ে হস্তক্ষেপ করা কতদূর সঙ্গত, তাহা সহৃদয় পাঠক বিবেচনা করিয়া, এ বিষয়ের যথাযোগ্য সমালোচনায় প্রবৃত্ত হয়েন, ইহাই আমার একমাত্র নিবেদন ও প্রার্থনা।

চুচুড়া, চৌমাথা।
১লা ভাদ্র, ১২৯৮ সাল। } গ্রন্থকার।

দেহাত্মিক-তত্ত্ব।

হুগলি জিলার অন্তর্গত চুচুড়ানগরে চৌমাথামহল্লায় শ্রীদর্শনরাজ চক্রবর্ত্তী নামক এক ব্যক্তি বাস করিতেন। চলিত ইংরাজিভাষায় তাঁহার ব্যুৎপত্তি জন্মে। শিক্ষক ও কেরাণির কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া, ক্রমে তিনি বিজ্ঞান (*Science*) অধ্যয়ন করেন। জীবতত্ত্ব (*Zoology*) উদ্ভিদ্‌তত্ত্ব (*Botany*) ভূতত্ত্ব (*Geology*) ও রসায়নতত্ত্ব (*Chemistry*) যত্নের সহিত অধ্যয়ন করত, স্থানে স্থানে বক্তৃতা করা রোগ তাঁহার উপস্থিত হয়।

তিনি তর্কশাস্ত্রেও কিঞ্চিৎ পারদর্শিতা লাভ করেন। কখন কখন তর্ক আরম্ভ করিয়া, চীৎকারে অপর পক্ষকে বশীভূত করত, জয় লাভ করিতেন। দর্শনরাজের বিদ্যাবুদ্ধি ও দোষগুণ এইপর্য্যন্ত এখন জানা রহিল।

ব্রিটিস চন্দননগরের কৈবর্ত্তপাড়ায় ভোলানাথ দাসের বাটী। ঐ চন্দন-নগরও চুচুড়ার অন্তর্গত; ফরাসিস রাজ্যের নহে। ভোলানাথ জাতিতে কৈবর্ত্ত। লেখা পড়া কিছুই জানে না, বলিলেও হয়। পাঠশালায় তালপাতে লেখা পর্য্যন্তই তাহার বিদ্যার দৌড়। তথাচ, টেনেটুনে নিজের ও অপরের নামটী কোন রকমে লিখিতে পারিত এবং

গুঁগিয়ে গাঁগিয়ে দুই এক ছত্র পড়িতেও শিখিয়াছিল। ভোলানাথ নিজে লেখা পড়া জানিত না বটে; কিন্তু যেখানে লেখা পড়ার চর্চ্চা বা সভা বা বক্তৃতা হইত, যত্নসহকারে তথায় উপস্থিত হইত। হরিসভায় ও ব্রাহ্মসভায় প্রায়ই তাহাকে দেখা যাইত। মূর্খ বলিয়া তাহাকে কেহই গ্রাহ্য করিত না; কিন্তু তাহাকে সর্ব্বদা দেখিতে পাওয়া যাইত, বলিয়া, কেহ ঘৃণাও করিত না। ধর্ম্মসভায় সর্ব্বদা উপস্থিত থাকিয়া, পরকালের বিষয় জানিবার জন্য ভোলানাথের বিশেষ চেষ্টা হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু তাদৃশ উপায় ঘটিয়া উঠে নাই। পণ্ডিতেরা তাহাকে কেহই চিনিতেন না এবং ভোলানাথও

সাহস করিয়া, কাহাকেও কিছু জিজ্ঞাসা করিত না। ভোলানাথের ত এইরূপই যায়; যাউক।

১৮৮৮, ২রা অক্টোবর, বৃহস্পতিবার অপরাহ্ণে অর্থাৎ বারবেলায় দর্শনরাজ বাটী হইতে কলিকাতায় যাইবেন বলিয়া, একটী ব্যাগ হাতে দ্রুতবেগে ইটগড়ের মাঠ দিয়া, যেমন জীবনপালের বাগানের গেটের কাছে পৌঁছিয়াছেন, অমনি তখন ট্রেন (*Train*) বাঁশি দিয়া, হুগলি ষ্টেশন (*Station*) ছাড়িল। বেলা তখন ৪টা। ৬টার মধ্যে আর কলিকাতায় যাইবার সেদ্দিন্ন গাড়ি নাই। তাইত, আজ তবে আর কলিকাতায় যাওয়া হইল না। এই স্থির করিতেছেন; আর

ভাবিতেছেন, বারবেলায় যেমন বাহির হইয়াছি, তার তেমনি ফল হইল। এদিকে, কিন্তু তিনি বারবেলা মানেন না; তাহাও বিশেষ জানেন। সুতরাং, সে চিন্তা, বিদ্যুতের ন্যায়, একবার চমকিয়া চলিয়া গেল। তখন দর্শনরাজ গতি রোধ করিলেন। শরীর হইতে দরদর করিয়া, ঘাম পড়িতেছিল। তদবস্থায় এদিক্ ওদিক্ চাহিতে লাগিলেন। কিন্তু নিকটে গাছতলাও দেখিতে পাইলেন না, যে, কিছুক্ষণ বসিয়া, শ্রান্তি দূর করেন।

রাস্তার মোড়ে একটী বটগাছওয়ালা পুষ্করিণী আছে, তাহা স্মরণ হইল; সুতরাং তথায় যাইয়া, হাত পা ধুইয়া,

বটতলায় বিশ্রাম করিবেন, মনে করিলেন। ইতিপূর্ব্বে ভোলানাথ সেই পুষ্করিণীতে হাত পা ধুইতেছিল। উঠিবে প্রায়, এমন সময় দর্শনরাজ তথায় উপস্থিত হইলেন। ঘাটের উপরে দর্শনরাজকে দেখিয়া, ভোলানাথ শশব্যস্তে উঠিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিল। দর্শনরাজ চিরন্তন অভ্যাসবশে হস্ত চিৎ করিয়া, "জয়োস্তু" বলিয়া, ঘাটে নামিলেন। তখন ভোলানাথ এইভাবে দণ্ডায়মান রহিল, যেন সে মনে কিছু ইতস্ততঃ চিন্তা করিতেছিল। দর্শনরাজ অমনি বটতলায় আসিলেন। সুশীতল ছায়া,সুবিমল বায়ু; দেহও সন্তপ্ত হইয়া উঠিয়াছিল; এমন অবস্থায়, দর্শনরাজ

ভোলানাথের বগলে একখানি ছোট সতরঞ্চ আছে, নজর করিলেন। এবং হুকা, কলিকা, তামাক, দেসলাই ও টিকেও তাহার হস্তে আছে, দেখিলেন। ভোলানাথ, দর্শনরাজের দৃষ্টি তাহার হস্তে ও বগলের দিকে, দেখিয়া, বলিল, দাদাঠাকুর! আপনার কি গাছতলায় বসিবার ইচ্ছা আছে? তাহা হইলে, আমি সতরঞ্চ বিছাই; আর যদি তামাক খাওয়া অভ্যাস থাকে, তবে, আজ্ঞা করিলে, তাহাও প্রস্তুত করি। দর্শনরাজ বড় গুড়ুকে ছিলেন। সুতরাং কথা বড় সন্তোষজনক হওয়ায় বলিলেন, আচ্ছা, এস, আমরা এখানে বসিয়া, কিছু বিশ্রাম করি। তখন ভোলানাথ দর্শনরাজকে

বসাইয়া, হুকায় জল করিবার জন্য পুষ্ক-রিণীতে নামিল এবং ক্রমে তামাক প্রস্তুত ও একটী কলাপাতের নল করিয়া, দর্শন-রাজকে আনিয়া দিল। দর্শনরাজকে তামাক বড় মিষ্ট লাগিল। তাহার সহিত ক্রমে তাঁহার মনও বিশেষ পরিতৃপ্তি লাভ করিল। তিনি ভোলানাথের নাম ধাম জিজ্ঞাসার পর উত্তর পাইয়া বলিলেন, হাঁ, আমি তোমাকে চিনি চিনি মনে করিতেছিলাম। ভোলানাথ, তুমি এখন কোথায় যাইবে ?

ভোলানাথ। আজ্ঞে, আমি এখন রেলের ওপার কোদালের চাটুর্য্যে মহা-শয়ের বাটীতে হরিসভা আছে, তথায় যাইব। শ্রীকৃষ্ণ যে অর্জ্জুনকে মুখব্যাদান

করিয়া, বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড দেখাইয়াছিলেন, আজ তথায় তাহার ব্যাখ্যা হইবে। আমি মূর্খ মানুষ। যদি তাহা শ্রবণে আমার পরকালের গতি হয়, তাহার সন্ধানে আছি।

"ভোলানাথ, তোমার খুব ধর্ম্মনিষ্ঠা দেখিতেছি। আমিও ব্রাহ্মণ, ধর্ম্মচর্চ্চায় কাল কাটাইয়া থাকি। যদি তুমি আমার শিষ্য হইতে স্বীকার পাও, তবে কালি হইতে তুমি আমার সঙ্গী হইতে পার। আমার বাটী চুচুড়া চৌমাথায়, নাম দর্শনরাজ চক্রবর্ত্তী। যাহাকে জিজ্ঞাসিবে, চৌমাথায় যাইলে দেখাইয়া দিবে। আমিও হরিসভায়, ব্রাহ্মসভায়, মেলায় যেখানে লোকসমারোহ হয়, নানাপ্রকার

বক্তৃতা দিয়া থাকি। আমার কাছে থাকিয়া, শ্রবণ করিলে, তোমার মন ও জ্ঞান উন্নত হইতে পারিবে ও পরকালের গতিও হইবে।”

ভোলানাথ যেন হাতে স্বর্গ পাইল। পরকালের গতি হইবে, এই শব্দটী তাহার হৃদয়ে লাগিল। ফের ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিল, পায়ের ধূলা লইল এবং বলিল, আজ হইতে আমি আপনকার শিষ্য হইলাম। ভৃত্যের কার্য্য পর্য্যন্ত করিতে আমি ক্ষান্ত থাকিব না। আমি টাকা কড়ি বা বেতন কিছুই চাহি না। আপনকার আশীর্ব্বাদে আমার বাবা যৎসামান্য রাখিয়া গিয়াছেন, তাহাতেই আমার চলে। কাল প্রাতে

৭টার সময় আপনকার বাটিতে হাজির হইব।

"দেখিও, যেন ঠিক ৭টার সময় আসিও। কেন না, আমি ৮-টার সময় কলিকাতায় যাইব। তথায় কলুটোলার হরিসভায় আমার বক্তৃতা হইবে। তোমাকেও আমি সঙ্গে লইব।"

ভোলানাথ এইরূপে দর্শনরাজের শিষ্য হইয়া, তাঁহার সমভিব্যাহারে সর্ব্বদা অবস্থিতি করিতে লাগিল। ক্রমে দর্শনরাজের পাতের প্রসাদও দিন দিন পাইতে লাগিল। দর্শনরাজ ভোলানাথের আগ্রহ দেখিয়া, ক্রমে স্থানে স্থানে বক্তৃতারও বৃদ্ধি করিলেন। ভোলানাথ সঙ্গের সেতো, আর ভয়

কি। কথা বার্ত্তায় রাস্তার শ্রমও লাঘব হইতে লাগিল।

ভোলানাথ দর্শনরাজের সহিত দুই বৎসর অতিবাহিত করিল। বক্তৃতা-শ্রবণে তাহার মন ক্রমে উন্নত হইল, কি অবনত হইল, বলিতে পারি না। এক দিন ৩ টার সময় যখন দর্শনরাজ দিবা-নিদ্রা ত্যাগ করিয়া, বসিয়া আছেন; ভোলানাথ তাঁহার সম্মুখে আসিয়া যেন কোন গুরুতর ব্যাপার প্রকাশ করিবে, এইরূপ বুঝিয়া, তিনি ভোলানাথকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "ভোলানাথ! তোমায় আজ এত বিমর্ষ দেখিতেছি, কেন?"

গুরুদেব! আপনাকে আর কি

বলিব? আমার মন একেবারে অস্থির হইয়াছে। সে দিন সন্ধ্যার সময় জগদ্দলে আপনি পাপ পুণ্যের বক্তৃতা দিয়া, যেমন সভার বাহির হইয়া আসিলেন, দলে দলে সভ্যগণ আপনার পশ্চাতে বলিতে লাগিল, দর্শনরাজ বেটা ভণ্ড-তপস্বী। বেটা বলে কি না, পাপেও পুণ্যের সঞ্চার আছে, আবার, পুণ্যেও পাপের সঞ্চার আছে; অবিমিশ্র পাপ পুণ্য নাই। বেটা নাস্তিক পাষণ্ড। কোন্ মূর্খ আর বেটার বক্তৃতা শুনিতে আসিবে? আবার, যে দিন আপনি কোন্নগরের সভায় জীবন-মৃত্যুর বক্তৃতা দেন, কত সভ্য যে আপনার নিন্দা করিয়াছিল, তাহারও সংখ্যা নাই। তাহারা বলিতেছিল "বেটা বলে

কি না, কোথায় যে জীবনের আরম্ভ, আর কোথায় যে তাহার শেষ, তাহা কে দর্শা-ইতে পারে? জীবনের প্রারম্ভ ও শেষ, প্রায় মৃতাবস্থার সমান। চিন্তা ও কার্য্য-শীল মধ্যবর্ত্তী কালই জীবন-নামপ্রাপ্তির যোগ্য। বেটা বলে কি না, নির্জ্জীব পদার্থ সহকারে সজীব পদার্থের উন্নতি, স্থিতি ও পরিবর্ত্তন এবং সজীব পদার্থও ক্রমে নির্জ্জীবে পরিণত হয়। বেটা বলে কি না, জীবনের এক ভাগ মৃত্যু ও অপর ভাগ জীবন; আবার, মৃত্যুরও এক ভাগ জীবন ও অপর ভাগ মৃত্যু। উভয়ের উন্নত ও অবনত ভাব আছে। এবং উভয়ের মৃত্যুভাব ও জীবনভাবও আছে। অত-এব জীবন মৃত্যু উভয়ই সমান। বাবা!

বেটার কূটতর্কের ভিতর সেঁদোন ভার। আর বেটার বক্তৃতা শুনিতে কখন আসিব না। বেটার কথা শুনে ক্রমে আমাদের বুদ্ধিশুদ্ধি লোপ পাবে।” বেশী বলিতে চাহি না, যেদিন আপনি হুগলিতে আহারের বক্তৃতা দিলেন, কতকগুলি সভ্য বলিতেছিলেন “দর্শন-রাজ বেটা বলে কি না, আমি যোগী! আবার প্রমাণ করিতে চায়, কি না, জগতে একের অস্তিত্ব অন্যের নাশের কারণ। পরস্পর সকলেই খাদ্য-খাদক সম্বন্ধে সংবদ্ধ। ক্ষমতাশালী মনুষ্য পশু, পক্ষী, উদ্ভিদ, মৃত্তিকা, জল ও বায়ু বিনষ্ট করিয়া আত্মরক্ষা করিতেছে। আবার, ক্ষমতাশালী পশুও অপর সম্বন্ধে সেই-

রূপ। অপরাপর জীব ও ক্ষমতাহীন মনুষ্য, পশুদেহ প্রভৃতি সম্বন্ধে সেইরূপ। এবং উদ্ভিদ, মৃত্তিকা, জল ও বায়ু প্রত্যেকেই অপরাপর সম্বন্ধে তদ্রূপ। এই রূপে সকলেই নিজের বৃদ্ধি সাধন করিয়া, অপরের ক্ষয় বর্দ্ধন করত, স্ব স্ব অস্তিত্ব রক্ষা করিতেছে। ভাই, বেটা যোগীর "মাহিংসা-ধর্ম্ম" কোথায় গেল? বেটা (*Hypocrite*) কপটী ও (*Chameleon*) বহুরূপী! বেটার কথা বার্ত্তা শুনিলে, ক্রমে আমাদের গতি মুক্তি দূর হইবে।" আমি আপনাকে গুরু সম্বোধন করিয়াছি; সুতরাং কিছু বলিতে চাহি না। প্রতিদিন অবকাশমতে আপনি হরিধ্বনিও করিতেছেন, তাহাও শ্রবণ করি।

একদিকে স্বভাব বা জড়বাদী (*Materia-list*) ও অপর দিকে ঈশ্বরবাদী (*Spiritualist*) আপনাতে কিরূপে সম্ভবে? ইহার ব্যাখ্যা করিয়া, আমার মনের ঘোর অন্ধকার দূর করিতে আজ্ঞা হয়।

"ভোলানাথ! তোমার বাক্যে আমার কতক জ্ঞান জন্মিল। অপ্রিয় সত্য বলা অনুচিত। সমাজ যে পথে যাইতেছে, যাউক; তাহার গতিরোধ করা অকর্ত্তব্য। অদ্য হইতে আমি যোগিবর দর্শনরাজ চিন্তাভূষণ বলিয়া স্বাক্ষর করিব। সতত চিন্তায় নিমগ্ন থাকিব; সমাজে কাহারও সহিত বাক্যালাপ করিব না। বক্তৃতাকে আজ হইতে নমস্কার। তবে, শিষ্যের

মনোরঞ্জনার্থে, সেই প্রথম পরিচয়ের বট-তলায়, নির্জ্জনে, বিজ্ঞান ও নানা ধর্ম্ম সহায়ে দেহাত্মিক-তত্ত্ব (*Materio-Spiritualism*) প্রচার করিব; ভগবানের বিরাটমূর্ত্তি তোমার হৃদয়ে উপলব্ধ করাইব। কল্য রাত্রে তুমি আমার কোশা-কুশী, গঙ্গাজল, আসন, পুষ্প এবং কয়েকখানি কুশাসন লইয়া, সেই বটতলায় উপস্থিত থাকিবে। আমি ঘোর নিশার সময় তথায় উপস্থিত হইয়া, তোমাকে স্বচক্ষে সমুদয় দেখাইব।”

ভোলানাথ রাত্রি ১০ টার সময় প্রয়োজনীয় সমুদায় সামগ্রী লইয়া, বট-তলার সম্মুখের রাস্তায় ইতস্ততঃ করিয়া, যখন দেখিল রাজপথে কেহই নাই, তখন

লণ্ঠন নির্ব্বাণ করিয়া, বটতলায় গিয়া বসিল। খদ্যোতের আলোকে স্থান পরিষ্কার করিয়া, দ্রব্যসামগ্রী যথাস্থানে বিছাইয়া, কত যে চিন্তা করিতে লাগিল, তাহার সংখ্যা নাই। দর্শনরাজের শিষ্য বলিয়া তাহার মনে ভূত, প্রেত, পিশাচের ভয় একবারও উদিত হইল না। একাকী; তথাচ সাহসে ভর করিয়া ভগবানের নাম স্মরণ করিতে লাগিল। কখন্ দর্শনরাজ আসিয়া, তাহাকে স্বীকৃত বিষয় দেখাইবেন, তাহারই চিন্তা কেবল মনে উদিত হইতে লাগিল। রাত্রি দ্বিপ্রহর হইলে, দর্শনরাজ উপস্থিত হইয়া, মৃদুস্বরে ভোলানাথ, ভোলানাথ বলিয়া ডাকিলেন। প্রত্যুত্তর পাইয়া,

যথাস্থানে উপস্থিত হইয়া, গম্ভীরস্বরে ভোলানাথকে কহিলেন, আমি এখন ঈশ্বরের পূজা করিয়া, ধ্যানে বসিব। যাবৎ আমার ধ্যানভঙ্গ না হয়, তুমি স্থির হইয়া নিকটে বসিয়া থাক। কিয়ৎক্ষণ পরে ঈশ্বরের পূজা ও ধ্যান সমাপনান্তে দর্শনরাজ, ভোলানাথকে কহিলেন, আমার ধ্যান সমাপ্ত হইয়াছে। আমার দক্ষিণ পার্শ্বে একখানি কুশাসন স্থাপন কর। ভোলানাথ তাহাই করিল। এমন সময় যেন, নিকটে পদ-শব্দ শুনাগেল। ক্ষণপরেই একজন মনুষ্য সেই কুশাসনের উপর দণ্ডায়মান হইয়া, দর্শনরাজকে সম্বোধন করিয়া কহিল, যোগিবর! আমাকে কিজন্য আহ্বান করিলেন?

দর্শনরাজ প্রত্যুত্তর করিলেন, তুমি কে?

"আমি সদানন্দ বৈরাগী।"

দর্শনরাজ। তুমি কি মৃত্যুর ভয় রাখ না, যে, আমার আহ্বানে আসিলে?

"আজ্ঞা, আমি বৈরাগী। জগতের প্রতি আমার তত মায়া মমতা নাই। মৃত্যু ও জীবন আমার পক্ষে সমান।"

দর্শনরাজ। ভাল, তবে আমি তোমার মহাপ্রাণীকে দেহ হইতে বহির্গত করিবার বাসনা করিলে, তুমি তাহাতে কোন আপত্তি করিবে না?

"আজ্ঞা না, আপনার যাহা অভিরুচি হয়, করুন।"

ভোলানাথ এইরূপ কথোপকথন

শুনিয়া, একেবারে স্তব্ধ। মুখে আর কোন কথা সরিল না। কেবল ভেকার ন্যায় চাহিয়া রহিল। খদ্যোতের আলোর সহিত তখন বিদ্যুতের আলোক যোগ দিয়াছিল। সেই আলোকে, সে সদানন্দকে চেনে কি না, দেখিতে ইচ্ছা করিল। বুঝিল, সে কখন সদানন্দকে দেখে নাই।

এই সময়ে দর্শনরাজ বলিয়া উঠিলেন, আমার যদি গুরুবল থাকে, আমার যদি যোগ-বিযোগ-জ্ঞান সম্পূর্ণ হইয়া থাকে, আমার উপর যদি ভগবানের কৃপা থাকে, তবে আমি আজ্ঞা করিতেছি, এই মুহূর্ত্তে সদানন্দের মহাপ্রাণ (*Life, Spirit. Soul.*) দেহ হইতে বাহির হও

এবং ভোলানাথের স্থাপিত ঐ বামধারের কুশাসনে উপবেশন কর। সদানন্দের মুখ হইতে মহাপ্রাণ উত্তর করিল, দর্শন-রাজ, আপনার এই অনুরোধ আমি রক্ষা করিতে সমর্থ নহি। আমি মহাপ্রাণ; অন্যান্য প্রাণ হইতে পৃথক্ নহি। আমার তিনটী প্রধানা সহচরীর মধ্যে যাহাকে হউক না কেন, আপনি দেহ হইতে বাহির হইবার অনুরোধ করুন; তাহা হইলেই, আমার বহির্গমন সম্ভবিবে। সহচরীগণকে ত্যাগ করিবার আমার কিছুমাত্র ক্ষমতা নাই, তাহা কি আপনি এখনও জানিতে পারেন নাই? আমার জ্যেষ্ঠা সহচরীর নাম ব্রহ্মসত্তা বা মস্তিষ্ক-প্রাণ (*Brain-life*), মধ্যমার নাম জীবসত্তা বা রক্ত-

সঞ্চালকপ্রাণ (*Circulation of blood life*) ও কনিষ্ঠার নাম বায়ুসত্তা বা শ্বাস-প্রশ্বাসপ্রাণ (*Respiration life*)। আমার সহিত এই তিনটী প্রধানা সহচরীর এবং অপরাপর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কিঙ্কর ও কিঙ্করীগণের (*Lower Vital Powers*) গূঢ় বন্ধন আছে। আমার ঐ তিনটী প্রধানা সহচরীর মধ্যে কেহ কাহারও ক্ষণ-বিচ্ছেদ সহ্য করিতে পারে না। আপনি উহাদিগের মধ্যে যাহাকে ডাকিবেন, সেই ললনা আপনার আজ্ঞা প্রতিপালন করিবে।

এই সকল কথা বার্ত্তা শ্রবণে ভোলা-নাথের মনে ক্রমশঃ ভয়ের সঞ্চার হইতে লাগিল। দর্শনরাজ পুনঃ পুনঃ প্রভুবৎ-

স্বরে বলিতে লাগিলেন, সদানন্দের "মস্তিষ্ক-প্রাণ" বহির্গত হও এবং ভোলানাথের স্থাপিত কুশাসন পরিগ্রহ কর। মস্তিষ্ক-প্রাণ মুহূর্ত্তমধ্যে দর্শনরাজের বামপার্শ্বের প্রথম আসন গ্রহণ করিলেন। নিমিষমধ্যে দ্বিতীয় সহচরী ও তৎপরে তৃতীয় সহচরী, দ্বিতীয় ও তৃতীয় আসন পরিগ্রহ করিবামাত্র, সদানন্দের দেহ ধুপ্ করিয়া ভূতলে পতিত হইল। ভোলানাথ চম্‌কিয়া, দাদাঠাকুর, রক্ষা কর, বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। বাবা, তিন খানা আসনে যেন তিনটী দেবীর আবির্ভাব হইল, কিন্তু কৈ, কাহাকেওত আমি স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছি না! প্রথমা দেবী যেন জল-

জীয়ন্ত ধড়ফড়ে, ব্যস্ততা দেখাইতেছেন ও শব্দ করিতেছেন, (*Activity of Animal kingdom* অর্থাৎ সমুদয় প্রাণী-জগতের মূর্ত্তিমতী কার্য্য-শক্তি বা ক্রিয়াসত্তা।) দ্বিতীয় দেবী যেন দম্‌কলের ন্যায় ধুপ্ ধুপ্, সন্ সন্ (*Heart-Sound*, হৃৎস্পন্দন শব্দ) এবং তৃতীয় দেবী, কামারের যাঁতার ন্যায় ফোঁস ফোঁস শব্দ করিতেছেন (শ্বাস-প্রশ্বাস ক্রিয়াজনিত শব্দ *Respiratory Sound*,) কেবল ইহাই শুনিতেছি। দাদাঠাকুর, যদি আপনার জেবের চস্‌মাখানা আমায় একবার দেন্, তাহা হইলে, দেবীদিগকে দেখিয়া, আমার চক্ষু সার্থক করিয়া লই।

ভোলানাথ চক্ষে চস্‌মা লাগাইয়া

বলিল, দাদাঠাকুর, আহা, মরি! মরি! প্রথম আসনে আসীনা ছায়া-দেবীর বর্ণ যেন শুভ্র; মস্তক ও শরীরে যে কত শত সন্তান সন্ততি বহন করিতেছেন, তাহা গণনা করিতে আমি সমর্থ নহি! দেখি, ছেলে মেয়েদের নাম জিজ্ঞাসা করিলে, উত্তর দেন কি না! "বলি, মস্তিষ্কা দেবি! আপনার কয়টী পুত্র ও কয়টী কন্যা (*Brain and Nerve Powers*), আমায় বলিবেন কি?"

"ভোলানাথ! তুমি কি নিমিত্ত এরূপ প্রশ্ন করিতেছ? তোমার সাধ্য নয়, যে, তুমি এ সকল বুঝিতে পার। এই দেখ, আমার জ্যেষ্ঠা কন্যা, ইহার নাম স্পর্শ-সত্তা বা ত্বক্, (*Touch*) এই আমার দ্বিতীয়

কন্যা রসনা। এই আমার প্রথম পুত্র নয়ন, দ্বিতীয় পুত্র শ্রবণ। এই আমার তৃতীয় কন্যা নাসিকা, (পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় *Five Senses*)। আমার তৃতীয় পুত্র স্পন্দন বা গতি (*Motion*), চতুর্থ পুত্র বাক্য (*Speech*), চতুর্থ কন্যা অন্তঃকরণ-বৃত্তি বা মন (*Mind*)। ইহার মনোবৃত্তি, ষড়রিপু প্রভৃতি অনেকগুলি পুত্র কন্যা আছে (*Mental faculties, 6 passions*) তাহাদিগকেও আমি মাথায় রাখিয়া, বহিয়া থাকি।”

“মা! আমি একে মূর্খ মানুষ, তায় ভোলানাথ, আর আমায় মিছামিছি নাতি নাতিনীর পরিচয় দিবেন না। একটিও নাম আমার মনে থাকিবে

না। এ কাণ দিয়া শুনিব, ও কাণ দিয়া বাহির হইয়া যাইবে। বলি মস্তিষ্কা দেবি! আপনার বয়স্ কত হইয়াছে, আমায় বলুন দেখি? বয়স ত অতি অল্প বোধ হইতেছে। তবে কিপ্রকারে এত অল্প সময়ের মধ্যে এত পুত্র, কন্যা, পৌত্র ও দৌহিত্রাদি হইল?"

"ভোলানাথ, এ আর আশ্চর্য্য কি! সদানন্দের দেহে আমি যখন দুই মাসের, তখন আমার নয়ন নামে প্রথম পুত্র জন্মে; তিন মাসের সময় শ্রবণ হয়। উহাদের জন্মিবার পূর্ব্বে কন্যাগণ জন্মে। সন্তানসন্ততিগণের মধ্যে অন্তঃকরণবৃত্তি নাম্নী (মন) কন্যা সর্ব্বকনিষ্ঠা। মনুষ্য-জাতির সন্তানসন্ততি এত শীঘ্র হয় না,

বলিয়া, যেন এ বিষয় অসম্ভব মনে করিও না। আমরা প্রাণজাতিমধ্যে পরি-গণিত বলিয়া অল্প সময়ের মধ্যে আমা-দের বংশবৃদ্ধি এত অধিক।”

ভোলানাথ। বলি, দ্বিতীয় আসনে বসিয়া আপনি কে?

“আমার নাম দুইটি বৃহৎ শব্দে গঠিত। কেবল আদ্য অক্ষরদ্বয় লইয়া, “রস” এই সংক্ষিপ্ত নামটি তোমায় বলিলাম। (রক্তের “ র ” ও সঞ্চা-লনের “স” ।)”

ভোলানাথ। দাদাঠাকুর, রাঙ্গা জবার মতন এই ছায়া-দেবীর বর্ণ। বাবা, আমি যে চোক্ রাখিতে পারি না! “বলি, দেবি! কই আপনার ছেলেপুলে ত

কিছুই দেখিতেছিনা? আপনি কি বন্ধ্যা?"

"হাঁ বাপু! আমি মস্তিষ্কার ধাই। সদানন্দ যখন মাতৃ-গর্ব্ভে এবং মস্তিষ্কা যখন তাহার দেহে অচেতন অবস্থায় ছিল, তখন হইতে আমি মস্তিষ্কাকে "দুগ্ধ" পান করাইতেছি। সে মানুক, আর না মানুক, তোমার ইচ্ছা হইলে, জিজ্ঞাসা করিতে পার।"

ভোলানাথ। আমার কোন কথায় অবিশ্বাস নাই। তবে, কি না, জিজ্ঞাসা করি, আপনি কি গোয়ালার মেয়ে? আপনার গরু কোথায়?

"আহার নামে আমার একটি দুগ্ধবতী গাভী আছে। পরিপাকশক্তি (*Diges-*

tion, a Lower Vital Power) ভৃত্য, সে দুগ্ধ দুহিয়া, সম্মিলনী নামক পাত্রে (*Assimilation*) আনিয়া, আমার নিকট যোগাইয়া থাকে। উহা হইতে কিছু আমি নিজে পান করি এবং মস্তিষ্কা প্রভৃতি সকলকেই কিছু কিছু প্রদান করিয়া থাকি। ঐ ভৃত্যের গুণে আমার কখনই দুগ্ধের অভাব হয় না, এমন কি, যে চাহে, তাহাকেই বিলাইয়া থাকি।”

ভোলানাথ। বলি “রসময়ি” আমাকে কিছু “রস” বিলাইবে কি ?

“বাছা, এখন আমি ভৃত্যছাড়া, সুতরাং কিরূপে দুগ্ধের যোগান পাইব। দর্শনরাজের আজ্ঞায়, আমি দেহ ছাড়িয়া, এই আসন পরিগ্রহ করিয়াছি, এক্ষণে

আমি স্বকীয় কার্য্যচ্যুতা। অতএব এই দুঃখিনীর অপরাধ মার্জ্জনা করিও।”

ভোলানাথ। দেবি! আপনাদিগকে প্রণাম। দাদাঠাকুর, চস্‌মাখানায় যেন ঘোলা ঘোলা দেখ্‌ছি।

“ভোলানাথ, কাচে হিম পড়িয়া এইরূপ হইয়াছে, মুছিয়া লও।”

ভোলানাথ। আহা! তৃতীয় আসনে যেন (*Italian marble Red and Black*) লাল-কাল বর্ণে রঞ্জিত মার্ব্বল পাথরের মত ছায়া-দেবী। দেবি! আপনি কে?

“রসর মত আমার নাম “শ্বাপ্র” জানিবে; (শ্বাসের “শ্বা” এবং প্রশ্বা-সের “প্র”।) আমি অতি দুঃখিনী;

দাসীর দাসী। "রসর" রস সর্ব্বদাই পরিষ্কার করিয়া, ছাঁকিয়া দি।"

ভোলানাথ। দেবীগণের মধ্যেও কি দুঃখিনী আছেন?

"হাঁ বাছা; আমিও বন্ধ্যা।"

ভোলানাথ। দেবি! আপনাকেও প্রণাম। দেখি, সদানন্দের দেহে আর কোন প্রাণ আছে কি না?

সদানন্দের ভূতলে পতিত দেহের স্থানে স্থানে তখনও স্পন্দন হইতেছে দেখিয়া, ভূতে পাইয়াছে ভাবিয়া, দাদাঠাকুর রক্ষা কর, রক্ষা কর, বলিয়া ভোলানাথ চীৎকার করিয়া উঠিল।

দর্শনরাজ কিসের ভয় বলিয়া, তখনই গম্ভীরস্বরে কহিলেন, সদা-

নন্দের দেহে এখনও যদি অপর কোন প্রাণ থাক, শীঘ্র বহির্গত হও এবং চতুর্থ আসন গ্রহণ কর।

তখনই চতুর্থ আসনে " মাংস-প্রাণ " (মাংসাধিষ্ঠাত্রী দেবী) আসীন হই-লেন।

ভোলানাথ চস্‌মা চক্ষে তাকাইয়া দেখিল একটী কৃশাঙ্গী, কম্পান্বিত-কলেবরা, রক্তবর্ণা ছায়া-দেবী আসনে আসীনা। ও জিজ্ঞাসিল আপনি কে গা ?

"ভোলানাথ ! আমি ক্ষুদ্রপ্রাণা "মাংসাধিষ্ঠাত্রী দেবী" মহাপ্রাণিগণমধ্যে আমিও একজন।" (*Museular irritability or Muscular life or Periphral Nervous Power.*)

দেবীচতুষ্টয় আবির্ভূত হইয়াই, দর্শন-রাজকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, দর্শন-রাজ! আমরা ক্ষণমাত্রও বিলম্ব করিতে পারি না। আমাদিগকে শীঘ্র বিদায় দাও। ভোলানাথ আমাদের সকলেরই পরিচয় পাইয়াছে। আমরা এক্ষণে ভগবানে বিলীন হইব। কেবল তোমার অনুরোধে এতক্ষণ ছিলাম।

দর্শনরাজ বলিলেন, দেবিগণ! আপনারা কি একেবারেই ভগবানে মিলিত হইবেন? আর কি পুনরায় দেহক্ষেত্রে ফিরিয়া আসিবেন না?

"এরূপ মনে ভাবিও না। আমরা মুহূর্ত্তমাত্র ভগবানকে স্পর্শ করিয়া, আবার পুনঃ পুনঃ দেহক্ষেত্রে পরিভ্রমণ

করি। আমাদের কার্য্যের বিরাম নাই।”

“আমি “রস” যেখানে গর্ব্ভে সন্তা-নের রক্ত-যন্ত্র পূর্ণবিকশিত হইবে, তথায় আমার বসতি হইয়া থাকে।”

“আমি “শ্বাপ্র;” যেখানে সন্তান ভূমিষ্ঠ হইবে, আমি তথায় বর্ত্তমান থাকিয়া, দেহে শ্বাস-প্রশ্বাসকার্য্য সম্পাদন করি।”

“আমি মস্তিষ্কা; মানবদেহে বৃদ্ধি পাইয়া, ক্রমে ক্রমে নিজের সন্তান সন্ততি, পৌত্র ও দৌহিত্রাদির সংবর্দ্ধন করি।”

“আমি মাংস-প্রাণ; প্রাণিদেহের সহিত সংমিলিত থাকাই আমার কার্য্য। আমি এখন মাংস-পেশীতে প্রবেশ করিব।

ভোলানাথ! আমাদের মধ্যে পরস্পরের মৈত্রভাব দর্শন করিলে ত?"

দর্শনরাজ ও ভোলানাথ এইরূপ শুনিতে শুনিতেই, আর দেবীগণকে দেখিতে পাইলেন না। ক্ষণেক চিন্তার পর, ঠিক্, ইঁহারাই প্রাণের অধিষ্ঠাত্রী, ঊর্দ্ধ-গামিনী দেবীদল (*Vital Powers*), এই বলিয়া দর্শনরাজ ক্ষান্ত হইলেন। পুনরায় চিন্তা করিতে করিতে বলিলেন, ইঁহারাই (*Synthetic powers*) আরোহণীশক্তি বা যোগিনী দেবীদল। যেহেতু সদানন্দের দেহ বাস্তবিক উদ্ভিদাদি অপর রাজ্য হইতে গৃহীত হইয়া, সংরক্ষিত হইতেছে। ইঁহারাই আবার প্ররোহণী

বা ঊর্দ্ধগামিনী দেবীদল (*Progressive powers*) মধ্যে পরিগণিত। যেহেতু উদ্ভিদাদি সমুদয় অর্বাক্ বা অধোরাজ্য সদানন্দের দেহে ঊর্দ্ধগমন করিতেছে। ক্ষণকাল পরে ভোলানাথকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, ভোলানাথ! সদানন্দ কি মরিয়াছে?

ভোলানাথ সদানন্দের দেহে হস্ত স্থাপন করিয়া বলিল, দেহ এখনও গরম আছে; সদানন্দ মরে নাই। দাদা-ঠাকুর! তাপদেব (*Heat*), উষ্মদেব, সূর্য্যদেব, অগ্নিদেব, তেজোদেব ইঁহারা সকলেই কি এক? এবং ইঁহারা কি প্ররোহিণী বা ঊর্দ্ধগামিনী দেবীদল মধ্যে পরিগণিত?

দর্শনরাজ। হাঁ বাপু, উঁহারা সকলেই এক ; তৎপরে সদানন্দের দেহের দিকে চাহিয়া বলিলেন, সদানন্দের দেহ হইতে, অগ্নিদেব বহির্গত হও এবং আসন পরিগ্রহ কর।

"ভোলানাথ! যোগিবর দর্শনরাজের আজ্ঞায় আমি দেহাভ্যন্তর হইতে বাহির হইলাম। কিন্তু পরিত্যাজ্য দেহ বেষ্টন করিয়া থাকা আমার ধর্ম্ম। এবং ক্রমে দেহের বাহির হইতে অভ্যন্তরে পুনঃ প্রবেশ করাও আমার স্বভাব। সুতরাং আমি তোমার আসন গ্রহণ করিতে পারিলাম না।"

ভোলানাথ। ধর্ম্ম রক্ষা করিলেন! আমার অদৃষ্টে ক্ষতি নাই, তাই বসি-

লেন না। বাবা! বসিবামাত্রেই উহা ভস্ম হইয়া যাইত। উগ্মদেব! আপনার তেজ আমি এতদূর হইতেও বিশেষরূপ অনুভব করিতেছি।

দাদাঠাকুর! সদানন্দ বৈরাগী এখন নিশ্চয়ই মরিয়াছে। আমি শপথ করিয়া বলিতে পারি যে, সদানন্দ মরিয়াছে। আমি কেন, জগতে এমন কে আছে যে, তাহার মৃত্যুতে সন্দেহ করিবে?

দর্শনরাজ। না, না, বাপু! সদানন্দ এখনও মরে নাই। যে দেবগণ এখন তাহার দেহকে আশ্রয় করিলেন, তাঁহারাই পূর্ব্বে উহাকে বেষ্টন করিয়াছিলেন। তাঁহারা দেহাভ্যন্তরে প্রবেশ অধিকার প্রাপ্ত হইলেও, প্রাণা-

ধিষ্ঠাত্রী দেবীগণ তাঁহাদিগকে ঐ দেহ মধ্যে সম্পূর্ণ আধিপত্য স্থাপন করিতে দেন নাই। সেই অধিদেবীগণ এখন নাই; সেইজন্য তাঁহারা এক্ষণে স্বাধীন-ভাবে দেহকে আশ্রয় করিলেন। প্রাণ-পঞ্চক দেহ হইতে বহির্গমন করিলে, মাধ্যাকর্ষণদেব (*Centre of gravity*) সদানন্দের দেহে প্রথমে আধিপত্য বিস্তার করিলেন, তাহাতেই সদানন্দের দেহ তৎক্ষণাৎ ধুপ্ করিয়া ভূতলে পড়িল। পূর্ব্বে উহার শরীর মধ্যে প্রবিষ্ট হইবার তাদৃশ ক্ষমতা ছিল না। বাহ্যিক ক্ষমতা সম্পূর্ণ থাকিলেও, অধিদেবী সম্প্রদায়ের ভয়ে দেহা-ভ্যন্তরে প্রবেশ করা দুঃসাধ্য

হইয়াছিল। ঐ দেখ, এক্ষণে মাধ্যা-কর্ষণদেব, রক্তের উপর সম্পূর্ণ ক্ষমতা প্রকাশ করত ক্রমে উহাকে শরীরের অধোমুখে নিপাতিত করিয়াছেন। ইহারই নাম * অধোস্থায়ি-সমষ্টিকরণ শক্তি † (*Hypostatic congestion*)।

উষ্মদেব এক্ষণে আভ্যন্তরিক বায়ুকে

---

*Hypo = অধঃ, Static = স্থায়ী, Congestion = সমষ্টিকরণ।

† Hypostatic congestion রক্তের অবস্থা।

পূর্ব্বে জীবিতাবস্থায় শরীর ভূমিশায়ী হইলেও রক্ত শরীর মধ্যে সর্ব্বস্থানেই থাকে। উহার গুরুতা বশতঃ নিম্নে আসিয়া জমিতে চাহে না, কিন্তু মৃত্যুর পর (Center of gravity) মাধ্যাকর্ষণ রক্তের উপর গুরুতা সাধন করত রক্তকে শরীরের পতন অধোভাগে অর্থাৎ ভূমিসংলগ্ন স্থানে আনিয়া একত্র করে।

প্রসারিত করিয়া, ক্রমে দেহকে স্ফীত করিতেছেন। ঐ দেখ, বিমিশ্র বায়ু (*Air* * মিশ্রদেব প্রভাবে অম্লজান ও যবক্ষারজান রূপ দুই রূঢ় পদার্থের অদৃশ্য অনিলত্ব ভাব) এবং বরুণদেব (*Water* † জল যৌগিক পদার্থ, অম্লজান ও উদজান দুই পদার্থে কিমি সহায়ে নির্ম্মিত) উভয়ে মিলিত হইয়া, দেহের কোমলতা সাধন পূর্ব্বক আভ্যন্তরিক বায়ুর সাহায্যে উহাকে স্ফীত করিয়া, ভঙ্গুরভাবাপন্ন করিতেছে। ঐ দেখ,

---

Matter. + Spirit. = Materio-Spiritual condition.

* $N_4 + O$ + Mixture = Air.

† $H_2 + O$ + Chemical Affinity = Water.

সদানন্দের দেহে এখনও দেহাত্মিক অবস্থা বর্ত্তমান রহিয়াছে। তেজ, বায়ু ও বরুণদেব সদানন্দের দেহে আশ্রয় প্রাপ্ত হওয়ায় যে, শরীরের অধোগমন সমাহিত হইতেছে, তাহাকে বিযোজন, বিকরণ বা বিযোগ কহে। (*Decomposition, Putrification, Saponification.*)

ঐ দেখ, রসায়নী-শক্তির (*Chemical Affinity*) সংযোগ বশতঃ, দেহে ক্রমান্বয়ে বিবিধ পদার্থের সংযোগ বিযোগ সাধিত হইতেছে। ঐ দেখ, দেহের স্ফীততা ক্রমে সঙ্কোচ ভাব ধারণ করিতেছে। বায়ু বা বায়ুতে পরিণত দেহাংশ এমোনিয়া (*Ammonia, Car-*

bonic acid) ও অঙ্গারাম্ল-বায়ু রূপে আকাশে উত্থিত হইতেছে। ভোলানাথ, এই যে দুর্গন্ধ পাইতেছ, ইহাই ঐ অনিল পদার্থের গন্ধ। ঐ দেখ, জল বা জলে পরিণত অংশ বাষ্পরূপে বায়ু বা আকাশে মিশিতেছে এবং জলীয়াংশ জলে পরিণত হইতেছে। ঐ দেখ, শরীরের মৃত্তিকাংশ, মৃত্তিকায় পরিণত হইতেছে। দেখ, এই অংশ এক্ষণে কত অল্প!

ভোলানাথ। দাদাঠাকুর! অস্থি যে পড়িয়া রহিল, উহাতে কোন্ কোন্ দেবের আশ্রয়?

দর্শনরাজ। রসায়ন ও যোগাকর্ষণ (*Chemical Affinity & Cohesion*)

উহার অধিষ্ঠাতৃ দেবতা। ভোলানাথ, অস্থিগুলির উপর এখন মৃত্তিকা স্থাপন কর। পরে তোমাকে উহার কার্য্য দেখাইব।

যোগাকর্ষণদেব (*Cohesion*) দেহের কোমল ভাগের অধিকাংশ পরিত্যাগ করিয়াছেন এবং এক্ষণে কঠিনাংশ অস্থিতে, সম্পূর্ণরূপে বর্ত্তমান রহিয়াছেন।

ভোলানাথ! মাধ্যাকর্ষণ, তাপদেব, বায়ুদেব, বরুণদেব, রসায়নদেব এবং যোগাকর্ষণদেব, ইঁহারা বিযোগী বা অধোগামী-প্রাণী দেবদল, ইঁহারাই ভৌতিক-শক্তি (*Physical powers*), ইঁহারাই বিশ্লেষণী-শক্তি (*Analytic*

Powers), ইঁহারাই প্রত্যাবর্ত্তনী-শক্তি (*Retrogressive Powers*), বুঝিলে ত?

ভোলানাথ। দাদাঠাকুর, তেজোদেবকে আপনি জীবনী(*Vital*)এবং ভৌতিক(*Physical*) উভয় দেবদল মধ্যে দেখাইলেন, আভ্যন্তরিক অবস্থায় জীবনী দেবদলে এবং বাহ্যিক অবস্থায় ভৌতিক দেবদল-সম্প্রদায়ী বলিলেন, এই না দাদাঠাকুর?

দর্শনরাজ। বাপু হে! বোধ হয় তোমার চস্‌মাখানা আবার ঘোলা হইয়াছে। ভোলানাথ! উহাকে পরিষ্কার করিয়া লও,তাহা হইলে স্পষ্ট দেখিতে পাইবে।

ভোলানাথ। দাদাঠাকুর, আমার বেশ স্মরণ আছে, আপনি চন্দননগর বিজ্ঞান-সভায় বায়ুদেবকে মিশ্রদেব-সংযোগী অপর

দুইটী বায়ু দেহ (*Element*), অর্থাৎ রূঢ় পদার্থ বলিয়াছিলেন, এবং বরুণ-দেবকেও তদ্রূপ অপর দুইটী বায়ু-দেহ-সংযোগী কিমিদেব বলিয়াছিলেন। আজ কেন, তাহাদিগকে (*Analytic*) বিভাজ্য দলে দেখিতেছি। ফলতঃ তাহারা যুগল-দেহবিশিষ্ট দেবদল; তাহাদের অধিষ্ঠাতৃদেবতা মিশ্রদেব ও রসায়নদেব, না দাদাঠাকুর?

দর্শনরাজ। হাঁ বাপু, আমি মনে করিয়াছিলাম, তুমি পাঞ্চ-ভৌতিক দেহ ভাল বুঝিবে, তাই, বায়ু ও বরুণদেবকে অধোদেবদলে দর্শাইয়াছি। বাস্তবিক উহারা দেহাত্মিক দেবদল। ভোলানাথ, তুমি আমার প্রিয় শিষ্য এবং তোমার

জ্ঞানচক্ষু প্রস্ফুটিত হইয়াছে। এখন দেখ, সদানন্দের যোগ-দেহে ঊর্দ্ধ-দেব-দলের ক্ষমতা প্রায় পূর্ণ এবং অধো-দেব-দলের ক্ষমতা স্বল্পমাত্র প্রকাশ পাই-তেছে। বিযোগদেহে ঊর্দ্ধ-দেবীদলের সম্পূর্ণ পরিত্যাজ্যতা ও অধো-দেবদলের প্রচুর ক্ষমতার প্রমাণ দিতেছে।

ভোলানাথ। দাদাঠাকুর! অধিদেবীদল, ভগবানে মুহূর্ত্তকালের জন্য বিলীনা হইয়া, আবার তাঁহা হইতে প্রত্যাবৃত্ত হন। অধোদেবদলকে জিজ্ঞাসা করিলে, এতৎ সম্বন্ধে তাঁহারা কিরূপ বলেন, দেখা যাউক?

দর্শনরাজ অধো-দেবদলকে জিজ্ঞাসা করাতে, মাধ্যাকর্ষণ-দেব বলিলেন,

ভোলানাথ! আমার পূর্ণ বলেই সদানন্দের দেহ ধুপ্ করিয়া ভূতলে পড়ে। আমিই (*Hypostatic congestion*) অধোস্থায়ি-সমষ্টিকরণ সাধন করিলাম। সদানন্দের দেহ, বায়ুদেবের ক্ষমতাধীন এবং (*Diffusion, another Physical Power*) বিস্তারণ দেবের অধীন হওয়াতে আমার কিয়ৎ অংশের হ্রাস হইয়াছে। মৎকর্ত্তৃক পরিত্যক্ত অংশগুলি ভগবানকে স্পর্শ করিয়া, আবার স্থানান্তরে দেহবৃদ্ধির সঙ্গী হইল। আমি অত্যল্পক্ষণ মাত্র সদানন্দের ক্ষয়োন্মুখ দেহে জল ও মৃত্তিকাংশ মধ্যে বর্ত্তমান রহিয়াছি। অধি-দেবীদল সদানন্দের যোগ-দেহকে যেরূপ এককালীন

পরিত্যাগ করিয়াছেন, আমি সেরূপ করি নাই। যোগ বিযোগ উভয় দেহেই আমার সম্বন্ধ আছে। দেহের উপর আমার মায়া মমতা অধিক।

তখন দর্শনরাজ অগ্নিদেবকে সম্বোধন করায়, তিনি বলিলেন, আমি জীবদেহের উত্তাপ পরিরক্ষণ করি। ভোলানাথ! দেহ স্ফীত করাই আমার কার্য্য। সদানন্দের বিযোগ-দেহে আমার কার্য্য দেখিলে ত? আমিও মায়াবী; সদানন্দের দেহকে এখনও পরিবেষ্টন করিয়া রহিয়াছি। একেবারেই পরিত্যাগ করি নাই। কিন্তু আমার সহযোগী, ভগবানকে স্পর্শ করিবার জন্য বাহির হইয়াছে এবং

তাঁহা হইতে অপসৃত হইয়া, আবার জগৎব্রহ্মাণ্ডে প্রত্যাবর্ত্তন করিবে। দেখ, এখন দেহকে কিরূপ অঙ্গারবৎ করিয়াছি। যোগ বিযোগ উভয় দেহেই আমার বাস।

অনন্তর দর্শনরাজ বায়ু ও বরুণদেবকে সম্বোধন করিলে, তাঁহারা উত্তর করিলেন, ভোলানাথ! আমরা সকলেই আত্মাসংযোজিত যুগ্ম-দেহ। যোগ বিযোগ উভয় দেহে বর্ত্তমান থাকাই আমাদের ধর্ম্ম। আমি বায়ু, তাপদেবের (*Combustion*) মিত্র।

"আমি বরুণ, তাপদেবের শত্রু। আমার আত্মা রসায়ন-দেব। আমরা মিশ্র ও কিমিদেবের প্রসাদে যে বিযোগ-

কার্য্য (*Decomposition*) সাধন করিলাম, তাহা দেখিলে ত ?”

তখন আবার কিমি-দেব বলিলেন, ভোলানাথ! আমি এক দেহ বা পদার্থকে ত্যাগ করিয়া, প্রীতিপ্রযুক্ত অন্যত্রে প্রবেশ করত নিজে কতবার পদচ্যুত হইলাম। এবং আমার পরিত্যক্ত অংশগুলিও কতবার ভগবানে বিলীন হইয়া, আবার প্রয়োজনীয় যথা স্থানে উপস্থিত হইতেছে। আমিও যোগ এবং বিযোগ দেহে থাকি; আমিও মায়াবী। কোন কোন দেহ বা পদার্থ সংযোগে, আমি একেবারে বিলুপ্ত হই এবং ভগবানে মিলিত হইলে, যোগাকর্ষণ-দেব দেহ বা পদার্থসমূহে (*Elementary bodies*) আধি-

পত্য বিস্তার করেন। এই সমুদয় ব্যাপার তুমি চস্‌মা সহকারে প্রত্যক্ষ করিয়াছ।

অনন্তর দর্শনরাজ যোগাকর্ষণ-দেবকে সম্বোধন করিলে, তিনি বলিলেন, মাধ্যাকর্ষণ-দেব আমার মিত্র। কঠিন দেহই আমার আশ্রয়স্থল। হীরক, স্বর্ণ, লৌহ প্রভৃতি কঠিন পদার্থে আমার সহবাস অধিক। তৈল, জল প্রভৃতি তরল পদার্থে আমার অবস্থান অপেক্ষাকৃত কম। আমি যোগ বিযোগ উভয় দেহেই বর্ত্তমান থাকি। দেহ বা পদার্থের দ্রবত্ব, (যোগাকর্ষণের হ্রাস *Solubility, Malcability*) এবং বায়ুত্ব (যোগাকর্ষণের লোপ *Gascous condition*) সাধন না হইলে, আমি তাহা-

দিগকে কখনও স্বল্প বা সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করি না। বরুণদেব, উষ্মদেব, আমার শত্রু। তাঁহাদের দৌরাত্ম্যেই আমি ভগবানকে প্রাপ্ত হই, এবং পুনরায় অপসৃত হইয়া, দেহ বা পদার্থে পুনঃ প্রবেশ করি।

ভোলানাথ। দাদাঠাকুর! আমি মহাপ্রাণীদল ও অধো-প্রাণ দেবদলের যথেষ্ট পরিচয় পাইলাম। আর সদানন্দের দেহের অবশিষ্ট অংশ অর্থাৎ দেহ-দেব গুলির বিষয় (*Elements*) ও ভগবানের দেহাংশে মিলন পর্য্যন্ত শুনিয়াছি। এই না দাদাঠাকুর?

দর্শনরাজ। হাঁ বাপু! ভগবানেরও দেহাংশ (*Element, Matter*, দেহ দেব) ও

আত্মাংশ (*Spirit, Soul, Life*) আছে। এই দেহাত্মিকভাব (*Materio-Spiritualism* দেহ ও আত্মাদেবত্ব) সেই দেবাদিদেবেরই সম্ভবে। জগৎব্রহ্মাণ্ডে যাহা দেখিতেছ, সকলেই সম-সাদৃশ্যে সমুৎপন্ন। মানব, পশু, বৃক্ষ, মানব, পশু, বৃক্ষই উৎপন্ন করিতেছে। উৎপাদিত জগতের প্রভু, আপনার উৎপাদিত জগতের সম-সদৃশ। সৃষ্টির দেহাত্মিকভাব, স্রষ্টার দেহাত্মিকভাব প্রচার করিতেছে।

সদানন্দের দেহ পরিত্যক্ত, পরিবর্ত্তিত বিযোগ দেহাংশগুলি, ভগবানকে স্পর্শ করিয়া, জগতে যে কার্য্য করিতেছে, এখন তাহাই বলি, মনোযোগ

সহকারে শ্রবণ কর। মৃত্তিকা, জল ও অপসৃত বায়ু কিয়ৎ পরিমাণে বৃক্ষ কর্ত্তৃক শোষিত হইতেছে; কিয়দংশ বৃক্ষের রসাংশে মিশিতেছে; কিয়দংশ মৃত্তিকাসার হইয়া, বৃক্ষে নীত হইতেছে। বায়ুর কিয়দংশ সূর্য্যদেবের সহায়তায় বৃক্ষের কাষ্ঠবৃদ্ধি করিতেছে; অবশিষ্ট বায়ু প্রাণীদলের শ্বাস প্রশ্বাস ও অন্যান্য কার্য্যে নিযোজিত হইতেছে। অবশিষ্টাংশ জল, ভূমিমধ্যস্থ জলে মিশিতেছে এবং পরে জীব ও অপরাপর দেহে নীত হইতেছে। অবশিষ্ট মৃত্তিকা, ভূমধ্যে মিলিতেছে। ফলতঃ সদানন্দের দেহ, কথঞ্চিৎ ঊর্দ্ধগামী হইয়া,

বৃক্ষত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। তাহার ভগ্নাবশিষ্ট দেহ বিযোগ প্রাপ্ত হইলে, আমি তাহাতে কীট পর্য্যন্ত স্পর্শ করিতে দিই নাই। নহিলে, সেই বিকৃতদেহে কৃমি বর্দ্ধিত হইয়া, উহা ভক্ষণ করতঃ, সদানন্দকে কিয়ৎপরিমাণে কৃমিযোনিত্বে পরিণত করিত। কাক, শকুনি, শৃগাল ও মৎস্য প্রভৃতি গলিত-মাংস-ভোজী প্রাণিগণ অবস্থান্তরে সদানন্দের মাংস ভক্ষণ করিয়া, স্বীয় স্বীয় শরীর বর্দ্ধন পূর্ব্বক তাহাকে সেই সেই পশুযোনিত্বে কিছুকাল ভ্রমণ করাইত। মৃত্তিকার অভ্যন্তরে অবস্থিত সদানন্দের অস্থিগুলি ভূতত্ত্বাধীন পদার্থ হইয়া, বহুকাল

অবস্থিতি করিবে। তাহার পরিবর্ত্তন দীর্ঘকালব্যাপী।

বরুণদেব, অস্থিচূর্ণ (*Lime*) ও অপরাপর অংশ দ্রব করত জলে পরিণত করিলে, উহাই আবার জীবগণের পানীয় পদার্থ সহ যুক্ত হইয়া, জীব শরীরে প্রবেশ করিয়া (চুণ) অস্থি সহ মিশিতেছে। ক্ষণমুক্তি লালসায় সকলেই, মুহূর্ত্তকাল জন্য ভগবানের দেহাংশ স্পর্শ করিয়াছিল। ভোলানাথ! বোধ করি, এই সমুদয়, এখন তোমার হৃদয়ঙ্গম হইল?

ভোলানাথ। হাঁ প্রভু, বুঝিলাম। এই জন্যই বুঝি, হিন্দুজাতি শবদাহ প্রথা প্রচলিত করিয়াছেন। জীবদেহ (*Direct*)

সাক্ষাৎ কৃমি, কাক, শকুনি, ব্যাঘ্র, ও শৃগাল প্রভৃতির উদরসাৎ হইয়া যাহাতে উক্ত যোনিত্ব প্রাপ্ত না হয়, এই বুঝি তাঁহাদের বাসনা ? সেই জীবদেহ দহনান্তে, অংশক্রমে, ফলতঃ উদ্ভিদ্, জল, বায়ু ও মৃত্তিকা রাজ্যে গোপনে ও অপ্রকাশ্যভাবে ফিরিয়া(*Indirectly*)পুনরায় দেহে সম্মিলিত হইয়া থাকে।

দর্শনরাজ। হাঁ বাপু! এই রূপেই দেবাদিদেব ভগবানের অপক্ষপাতিত্ব প্রমাণ করিতেছে। সকলকেই উন্নতজীব মনুষ্যে নীত ও ভগবৎচিন্তার উপযোগী করিয়া তাহাদের মুখদিয়া আত্মগুণ শ্রবণ করিতেছেন।

ভোলানাথ। দাদাঠাকুর! আমি এ

পর্য্যন্ত ভগবানের অনন্তলীলা যাহা দেখিলাম ও শুনিলাম, তাহা বেশ বুঝিতে পারিয়াছি। একবার সদানন্দের দেহাংশ ও আত্মাংশ (দেব-দেবীদল) ভগবানে বিলীন হইয়া, আবার সমস্ত জগৎব্রহ্মাণ্ড পরিভ্রমণ করিয়া, তাঁহার সর্ব্বব্যাপিত্বের পরিচয় দিতেছে।

দাদাঠাকুর ! অধি-দেবীদলের সহিত এই অধো-প্রাণী দেবদলের সম্বন্ধ কি, (অর্থাৎ জাবনা *Vital and Physical* ও ভৌতিকশক্তি মধ্যে পরস্পরের সম্পর্ক কি,) তাহা জানিতে বড় উৎসুক হইয়াছি, আমাকে তাহা বুঝাইয়া দেন।

দর্শনরাজ। ভোলানাথ ! এই রহস্য আমি তোমাকে পরে বলিব। স্থির হও,

অগ্রে তোমাকে পশু, বৃক্ষ ও খনিজ পদার্থের গূঢ়ত্ব দেখাই। বিজ্ঞানে বায়ু ও বরুণ তত্ত্ব (*Æriology, Hydrology*) এখনও বিশদরূপে আবিষ্কৃত হয় নাই। সুতরাং তাহাদের সম্পূর্ণ গূঢ়ত্ব আমি তোমাকে দেখাইতে পারিব না।

এমন সময় খট্ খট্ করিয়া একটী গোবৎস দর্শনরাজের দক্ষিণ পার্শ্বে আসিয়া উপস্থিত হইল। ভোলানাথ দেখিয়া চমকিয়া উঠিল ও বলিল, দাদা-ঠাকুর! অনর্থক জীব নষ্ট করিবার প্রয়োজন নাই। বিশেষতঃ গোহত্যা মহাপাপ।

দর্শনরাজ। ভাল ভোলানাথ, তুমি বুঝিতে পারিলেই, আমার প্রতিজ্ঞা

পূর্ণ হইবে। পশু-প্রাণাধি-দেবীদল মধ্যে, কেবল মস্তিষ্কার সন্তান সন্ততি অল্প এবং দুর্ব্বল; উহার বাক্ পুত্র নাই, শব্দ পুত্র মাত্র (*Cry*) আছে। অস্ফুট মন মাত্র আছে। সুতরাং মানস পৌত্র (*Most of the perfect mental faculties,*) এবং দৌহিত্রাদি নাই; অপর সমুদয় মহাপ্রাণী দেবীদল ও অধোপ্রাণ দেবী-দল সমরূপ। ভগবানের সহিত তাহা-দের দেহাত্মিকভাব মনুষ্যের মত। ভোলানাথ, বুঝিলে ত?

ভোলানাথ। আজ্ঞা, হাঁ, প্রভু!

তখন দর্শনরাজ বলিলেন, গোবৎস! তুমি এক্ষণে যথাস্থানে যাও।

গোবৎস তৎক্ষণাৎ অদৃশ্য হইল।

চতুর্দ্দিক দেখিতে দেখিতে দর্শন-রাজের চক্ষু বটবৃক্ষের উপর পড়িল। দর্শনরাজ ভোলানাথের দিকে চাহিয়া বলিতে লাগিলেন, দেখ, বৃক্ষ জগৎ-শৃঙ্খলায় প্রাণ-জাতির নিম্নে অবস্থিত। উহার মস্তিষ্কা দেবী নাই, সুতরাং গতি, চিন্তা, বাক্-স্ফূর্ত্তি ইত্যাদিও নাই। উহার "রস" আছে; কিন্তু সে প্রাণ-জাতীয় রসের মত নহে। নিঃশব্দে এবং না নাচিয়া কুঁদিয়া, (*by Capillary attraction, absorption, a Lower Vital Power*) আপন কার্য্য সমাধা করিয়া, বৃক্ষের ক্ষুদ্র প্রাণ রক্ষা করে। শ্বাস প্রশ্বাসও ঐরূপ নিঃশব্দে (*by transpiration, Passiveness of Vege-*

table kingdom) ক্ষুদ্র কার্য্য সমাধান করিয়া থাকে। বৃক্ষের ক্ষুদ্র প্রাণ বাহির হইলে, অধোপ্রাণ দেবদল উহার দেহে জীব-প্রাণ সদৃশ কার্য্য সম্পাদন করে। মস্তিষ্কার অভাবে বৃক্ষের প্রাণ কত অল্প দেখ? এমন কি, উহার প্রাণ আছে বলিয়া, মনুষ্যগণ স্বীকার করে না। ভোলানাথ, চস্‌মাখানা ভাল করিয়া মুছিয়া দেখ, বৃক্ষের দেহাত্মিক ভাব দেখিতে পাইবে।

দেবাদিদেব ভগবানের সহিত বৃক্ষের সম্বন্ধ জীবের মত। মুহূর্ত্ত কালের জন্য আত্মিক দেব-দেবী সম্প্রদায় ও দৈহিক দেবদল ভগবানকে স্পর্শ করিয়া, আবার যথাস্থানে ঊর্দ্ধ বা অধঃস্থলে নিজ

নিজ কার্য্যে নিয়োজিত হন। ভোলানাথ, দেখিতেছ ত?

ভোলানাথ। আজ্ঞা, হাঁ প্রভু!

দর্শনরাজ, একখণ্ড খনিজ পদার্থ সম্মুখে দেখিয়া ভোলানাথকে অঙ্গুলী দ্বারা দেখাইয়া বলিলেন, এই খনিজ খণ্ডের (*Fes_2 or Iron pyrites*) মধ্যে ঊর্দ্ধপ্রাণী দেবীদলের কেহই বিদ্যমান নাই; এমন কি, বৃক্ষে যে পরিবর্ত্তিত দেবীদলের কথা বলিয়াছি তাঁহারা বা তাঁহাদের নিম্নশ্রেণীর কাহাকেই দেখিতে পাইবে না। কিমি যোগ-দেব আর মাধ্যাকর্ষণ ও যোগাকর্ষণ উহার অধিষ্ঠাতৃ দেবতা। লৌহ ও গন্ধক উহার দেহ-দেবদ্বয়। ঐ দেখ

তাপ ও বায়ু দেবের সাহায্যে, গন্ধক লৌহের কিমিযোগ-দেবকে খনিজ খণ্ড হইতে বহিষ্কৃত ও ভগবানে বিলান করিতেছে। মুহূর্ত্ত মধ্যে আবার কিমি-যোগ-দেব যথাস্থানে নিয়োজিত হই-তেছেন। ঐ দেখ, বায়ুদেব দেহাংশ (*Oxygen*) গন্ধক লইয়া, কিমি প্রভৃতির সাহায্যে আকাশমার্গে উড্ডীন হইতেছে, অন্যান্য প্রক্রিয়ান্তে এদিকে যোগা-কর্ষণ ও মাধ্যাকর্ষণ দেবদ্বয় লৌহের হস্ত ধারণ করিয়া, নিম্নে অবস্থান করিতেছে; এক দেব ত্যাগ করিলেও অপরাপর দেবের আশ্রয় প্রাপ্ত হই-তেছে এবং প্রত্যেক দৈহিক পদার্থের দেহাত্মিক ভাবের পরিচয় দিতেছে।

এ স্থলে অধোদেব-দলের মধ্যে, মিত্র ও অরি ভাব উভয়ই দেখ। ভোলানাথ, বুঝিলে ত? চস্‌মা খানা পরিষ্কার করিয়া দেখিলে অবশ্য বুঝিবে।

ভোলানাথ। দাদাঠাকুর, জীবতত্ত্ব, উদ্ভিদ্-তত্ত্ব, খনিজ বা ভূতত্ত্ব এবং বায়ু তত্ত্ব, সকল তত্ত্বেই দেহাত্মিক ভাব দেখিতেছি। দেহদেব-দেবীদল আত্মা দেব-দেবীদল ছাড়া নহেন। এক্ষণে ঊর্দ্ধ-দেবীদল সহ অধোদেব দলের সম্বন্ধ দেখান্।

পরে দর্শনরাজ, ভূপতিত একটী বটবীজ (দেহাত্মিক অবস্থার সঙ্কোচ ভাব) দেখাইয়া, ভোলানাথকে উহার প্রতি এক দৃষ্টে চাহিয়া থাকিতে আজ্ঞা করিলেন; এবং কহিলেন ভোলানাথ, তাপদেব,

বায়ুদেব ও বরুণদেব, বীজকে স্ফীত করিয়া ভূদেব ক্রোড়ে যাহা সম্পাদন করিতেছেন তাহা দেখ। আবার ঐ দেখ, বায়ু ও ভূমধ্যে পত্রেরও শিকড়ের উৎপত্তি এবং বৃদ্ধি হইল। ঐ দেখ, রস, শ্বাপ্রের সংস্থাপন হইল। ঐ দেখ, বৃক্ষ ক্রমে কত বৃহৎ হই-তেছে। ঐদেখ ক্রমে শাখা প্রশাখা বিস্তার করিয়া পুষ্পিত ও ফলবতী হইতেছে। অধোদেব দলের সাহায্যে, ঊর্দ্ধ-দেবী-দলের আবির্ভাব হইল। উর্দ্ধ-দেবীদল ইতিপূর্ব্বে ভগবানে বিলুপ্তা ছিলেন। বীজে, অধোদেবদলের আগমনে, আর ঊর্দ্ধ-দেবীদল ভগবানে রহিতে পারি-লেন না। বৃক্ষে আসিয়া দর্শন দিতে হইল। জীবমধ্যে সেরূপ বায়ুদেবের

অন্তর্ধান হইলে শ্বাপ্রের স্থিতি হইত না। বরুণদেবের সাহায্য না পাইলে, রস-সঞ্চালন শক্তির অস্তিত্ব থাকিত না এবং মস্তিষ্কা প্রভৃতির সৃষ্টি হইত না। তাপদেব ও ভূদেব না থাকিলে, জীব-দেহের স্থিতি, সংরক্ষণ ও বৃদ্ধিও হইত না। ভোলানাথ, এখন (*Vital powers*) প্রাণাধিশক্তি ও (*Physical powers*) ভূতাধি শক্তি মধ্যে যে সম্বন্ধ, তাহা বুঝিলে ত ?

ভোলানাথ। হাঁ দাদাঠাকুর, দেব দেবী সকলের ব্যবহার বুঝিলাম। উন্নত মনুষ্য হইতে অর্ব্বাক্‌পদস্থ খনিজ দেহের কার্য্য ও দেহাত্মিক ভাব বুঝিলাম। কেহই ঊর্দ্ধ ও কেহই অধঃ নহেন; কেহই একক

ও কেহই পৃথক নহেন এবং কেহই স্বাধীন নহেন, পরস্পরের সাহায্যই পরস্পরের প্রয়োজন। সংসারচক্রে পরস্পরের একবার ঊর্দ্ধে ও একবার অধোদিকে স্থিতি হইতেছে।

দর্শনরাজ। ভোলানাথ,এক্ষণে নানা ধর্ম্মের দেহাত্মিক ভাব তোমাকে বুঝাইব; মনোযোগ সহকারে শ্রবণ কর। খ্রীষ্টিয়ান ধর্ম্মে "*God the Father, the Son and the Holy Ghost.*" এই ভাগত্রয়ের(*Trinity*)ব্যাখ্যা আছে, ইহার মধ্যে পিতা আত্মিক ভাব এবং পুত্র ও পবিত্রাত্মা "*Holy Ghost*" দেহাত্মিক ভাব। হিন্দু ধর্ম্মের আত্মিক ভাব, "ব্রাহ্মধর্ম্ম"। এবং বটপত্রশায়ী ভগবান ও অবতারবৃন্দ দেহা-

ত্মিক ভাব প্রকাশ করিতেছেন। অতএব হিন্দু ধর্ম্মের দেহাত্মিক ভাব, এই রূপেই প্রমাণ হইতেছে। মুসলমান ধর্ম্মেও সেইরূপ "খোদা" আত্মিক ভাব ও "পেগাম্বরগণ" দেহাত্মিক ভাব প্রদর্শন করিতেছে। অধুনা ব্রাহ্ম ধর্ম্মে "অহং ব্রহ্ম" আত্মিক ভাব প্রকাশ করিতেছে। কিন্তু ব্রাহ্মগণ দেহাত্মিক ভাব গোপন রাখিতে পারেন নাই। ভগবানের নয়ন, মন, দয়া, চরণ প্রভৃতি দ্বারা দেহাত্মিকভাব প্রকাশ করিতে বাধ্য হইয়াছেন। বৌদ্ধ ধর্ম্মের "কর্ম্ম" দৈহিকভাব ও "নির্ব্বাণ" আত্মিক ভাব। কোন্ ধর্ম্মগঠনা, স্বতন্ত্র অথবা কেবল আত্মিকভাবে অগঠনীয় হই-

য়াছে? সেইরূপ কেবল দৈহিকভাবে ও ধর্ম্ম গঠনীয় নহে। পৌত্তলিকধর্ম্মেও প্রতিমা পূজার পূর্ব্বে প্রাণপ্রতিষ্ঠার প্রয়োজন। ভোলানাথ, সকল ধর্ম্মের দেহাত্মিকভাব বুঝিলে ত? এক্ষণে দেখিয়া ভাব ও ভাবিয়া দেখ, কোথায় দেহাত্মিক ভাবের অভাব। এক সময় আমরা দেহাত্মিক ভাবকে লুক্কায়িত রাখিয়া, জগতে কার্য্য করিতে চাই। অথবা আত্মিক ভাবকে গোপন করিতে ইচ্ছা করি। কিন্তু সত্যকে কেহ ঢাকিয়া রাখিতে পারে না। প্রকৃতভাব অমনি প্রকাশ হইয়া পড়ে।

ভোলানাথ। দাদাঠাকুর! আপনি দেহাত্মিকভাব, সকল বিষয়েই নিয়োগ

করিতেছেন, এক্ষণে আমার জিজ্ঞাস্য এই আত্মা সম্বন্ধে দেহের প্রাগ্‌ভাব কি ?

দর্শনরাজ। না না বাপু, তোমার ইচ্ছা হইলে তুমি, উহাকে আত্মা-দৈহিকভাব বলিয়া গ্রহণ করিতে পার। দেবাদিদেব ভগবানে, উহাদের (দেহদল ও আত্মাদলের) এক কালীন স্থিতিই সম্ভবে। কোন কালেই দেহও আত্মাছাড়া নহে, আত্মাও দেহ-ছাড়া নহে।

ভোলানাথ। দাদাঠাকুর! আপনি যে ভগবানের বিরাট মূর্ত্তি দেখাইব বলিয়া প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন, এক্ষণে আমাকে তাহা দেখান।

দর্শনরাজ। ভোলানাথ, চস্‌মা সহকারে সমস্ত দেহদল ও আত্মাদল দর্শন করিয়াছ,

এক্ষণে নয়ন মুদিয়া চিত্ত স্থির করিয়া জ্ঞান-চক্ষে দেখ, জীবতত্ত্বের সমস্ত জীব নিজ নিজ দেহদল ও আত্মাদল সহ ভগবানে অহরহঃ বিরাজ করিতেছে। তাঁহাতেই তাহাদের আদি, মধ্য ও অন্ত পুনঃ পুনঃ সংযোজিত হইতেছে। জীব-দিগের জীব-দেহাত্মিকভাব ভগবানেরই জীব-দেহাত্মিক মূর্ত্তি। তদ্রূপ উদ্ভিদ্-দলের উদ্ভিদ-দেহাত্মিকভাব, ভগবানের উদ্ভিদ-দেহাত্মিক মূর্ত্তি। সেইরূপ ভূতত্ত্ব, জলতত্ত্ব ও বায়ুতত্ত্বের, ভূ জল ও বায়ু দেহাত্মিক ভাব ভগবানের ভূ জল ও বায়ু দেহাত্মিক মূর্ত্তি। সেইরূপ গ্রহ নক্ষত্রাদির, গ্রহ নক্ষত্র দেহা-ত্মিকভাব, সেই দেবাদিদেব ভগ-

বানের গ্রহ, নক্ষত্র, দেহাত্মিক মূর্ত্তি। অতএব জীব দেহাত্মিক, উদ্ভিদ দেহাত্মিক, ভূ, জল, বায়ু দেহাত্মিক এবং গ্রহ নক্ষত্র দেহাত্মিক মূর্ত্তির আত্মিক দেবদেবী ও দৈহিক-দেব-দলের সংখ্যা তেত্রিশকোটী হইবে (*Pantheism*) তাহার আশ্চর্য্য কি? বরং তাহার বেশীও হইতে পারে। ভোলানাথ, তুমি পার্থিব জীব, পৃথিবী মাত্র তোমার রঙ্গভূমি; পৃথিবী হইতে তোমার জ্ঞান-চক্ষু যতদূর দৌড়িতে পারে, ততদূরই যাইবে। সুতরাং ভগবানের গ্রহ-নক্ষত্র দেহাত্মিক মূর্ত্তি, তোমার সম্পূর্ণ উপলব্ধ হইবার অধিকার নাই। অতএব ভগবানের জীব-দেহাত্মিক, উদ্ভিদ্ দেহা-

ত্মিক জল-বায়ু-দেহাত্মিক ও স্বল্পপরিমাণে গ্রহ নক্ষত্র দেহাত্মিক মূর্ত্তি ধ্যান করিয়া, তাঁহার বিরাট মূর্ত্তি কিয়ৎ পরিমাণে দর্শন কর। জগৎ ব্রহ্মাণ্ডকে "অহংব্রহ্ম" বলিয়া দেখ। ভগবান সৃষ্টি ছাড়া নহেন, সৃষ্টিও ভগবান ছাড়া নহে। উভয়েই উভয়ের স্থিতি। সংযোগ বিযোগ যাহা দেখিতেছ, তৎসমুদয় তাঁহাতেই। জগৎ-চক্রে যাহা একবার পশিয়াছে,তাহার আর সেই চক্র হইতে বর্হিগমনের ক্ষমতা নাই। পুনঃ পুনঃ সঙ্কোচ ও বিকোচ ভাবের অধীনমাত্র। ভগবান যেরূপ নিত্য, সৃষ্টিও সেইরূপ নিত্য। সৃষ্টির ইহকাল ভগবানে, পরকালও তাঁহাতেই।

ভোলানাথ। প্রভু! এতদিনে আমার মনোভিলাষ সিদ্ধ হইল। আসুন, আমরা উভয়ে কাশীধামে যাইয়া জীবনের অবশিষ্ট অংশ অতিবাহিত করি।

দর্শনরাজ। ভোলানাথ, আমরা তাহাই করিব, চিন্তা করিও না। আজ হইতে সাত দিবস মধ্যে তাহার আয়োজন করিব, এবং উভয়ে একত্র হইয়া, সেই পুণ্য-তীর্থে যাইয়া, পরস্পরের দেহাত্মিক দশাকে ভগবানে প্রত্যর্পণ করিব। এক্ষণে প্রাতঃকাল সমাগত প্রায়। অসময়ে লোকে আমাদিগকে এই স্থানে এইরূপ অবস্থায় দেখিবার পূর্ব্বে, আইস, আমরা গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করি।

ভোলানাথ। দাদাঠাকুর! স্থির হউন, একবার মনের আশ মিটাইয়া, আপনাকে তামাক প্রস্তুত করিয়া খাওয়াই।

সমাপ্ত।